দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৪.৫.৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

এরশাদের সঙ্গে বৈঠকঃ সরকারী কর্মচারীদের প্রধান দাবী পূরণ

আরও ৩০ ভাগ ডিএঃ বর্ধিত বাড়ি ভাড়াঃ রেশন ও এ মাসে পে কমিশন

বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ, নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারী ঐক্যফ্রন্ট, অডিট পরিষদ কর্মচারী সমিতি ও বাংলাদেশ গণকর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়।

বাসস পরিবেশিত এ খবরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট এই চারটি সংগঠনের পেশ করা বিভিন্ন দাবী ধৈর্য সহকারে শুনে বলেন, বর্তমান সরকার সরকারী কর্মচারীবৃন্দসহ জনগণের অবস্থা উন্নত করার জন্যে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন।

তিনি বলেন, সরকারী কর্মচারীদের সমস্যাবলী সম্পর্কে তিনি আগেই অবহিত আছেন। দেশের হাতে যে সীমিত সম্পদ রয়েছে তার আওতায় তার সরকার তাঁদের প্রকৃত দাবীদাওয়া পূরণের জন্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন।

হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, এ মাসের ভেতরেই সরকার একটি পে-কমিশন গঠন করবেন। কমিশন ৬ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে।

তিনি সরকারী কর্মচারীদের জন্যে আরও শতকরা ৩০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করেন। আগামী ১লা জুন থেকে তা কার্যকর হবে।

এছাড়া বাড়ি ভড়া ভাতা আরও শতকরা পাঁচ ভাগ বাড়ানো হয়েছে এবং তা আগামী ১লা জুন থেকে কার্যকর করা হবে।

চাকরির বয়স ৮, ১২ ও ১৫ বছর পূর্ণ হলে টাইম স্কেল দিয়ে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে উন্নীত করা হবে এবং এ বছর জানুয়ারী থেকে তা কার্যকর করা হবে। সব কর্মচারীকে এ বছর থেকে এক মাসের বেতনের সমতুল্য উৎসব ভাতা দেয়া হবে।

সরকারী কর্মচারীরা বর্তমানে যেখানে পূর্ণ বেতনে চার মাসের ছুটি জমা করতে পারেন সেখানে এখন এক বছরের ছুটি জমা করতে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারী নেতৃবৃন্দ বুধবার বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে দেখা করেন

পে কমিশন

(প্রথম পৃঃ পর)

পারবেন। তাঁদের ন্যায্যমূল্যে রেশন সরবরাহ করা হবে। বর্তমানে তাঁরা বছরে ১৫ দিন নৈমিত্তিক ছুটি পান এখন থেকে তাঁদের ২০ দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করতে দেয়া হবে। কোনরকম বৈষম্য না করে একই ধরনের চাকরির জন্য সমান বেতন দেয়া হবে। পেনসন দেয়ার ক্ষেত্রে পে কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সর্বশেষ বেতনকেই গণ্য [illegible] বলে প্রেসিডেন্ট এরশাদ আশ্বাস দেন। কর্মচারীদের অন্যান্য দাবী প্রসঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন যে, পে কমিশন সেগুলো যথারীতি বিবেচনা করবে।

চার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রধান প্রধান দাবী পূরণের জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে তাঁদের কালো ব্যাজ ধারণসহ ধর্মঘট ও আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা জানান। পরবর্তী কার্য দিবস থেকে তাঁরা স্বাভাবিকভাবে কাজ করবেন বলে জানিয়ে আশ্বাস দেন, ২২ ও ২৩শে মের ধর্মঘটের আহবানে তাঁরা শামিল হবেন না।

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ জানান, তাঁরা দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যে আন্তরিকভাবে কাজ করবেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায় ও ধর্মবিষয়কমন্ত্রী জনাব মহবুবুর রহমান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।